উপসংহার

বাদল সরকার সম্পর্কে, তাঁর তৃতীয় ধারার থিয়েটার তথা তাঁর নাট্যাদর্শ সম্পর্কে চর্চার শেষ নেই, বিতর্কেরও শেষ নেই। একটা সময় এ প্রশ্ন উঠেছিল যে বাদল সরকারের তৃতীয় ধারা থিয়েটারের গ্রহণযোগ্যতা কী? যখন আজকের দিনেও প্রসেনিয়াম থিয়েটার স্বমহিমায় বিরাজমান, তখন এই সময় দাঁড়িয়ে বাদল সরকারের নাট্যাদর্শ কী প্রাসঙ্গিক? আমরা গবেষণার এই উপান্তে এসে এই নিয়ে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো। এটা ঠিক যে, যে উন্মাদনা নিয়ে বাদল সরকারের তৃতীয় ধারার থিয়েটার একটা সময় প্রবলভাবে বাংলা তথা সর্বভারতীয় থিয়েটারে প্রভাব বিস্তার করেছিল, যে উন্মাদনা তৈরি করেছিল, শেষ পর্যন্ত সেই উন্মাদনা কিন্তু আর থাকেনি। বিশেষ করে সত্তর-আশির দশকের উন্মাদনা নব্বইয়ের দশকের পর কেমন জানি থেমে যায়। শেখর সমাদ্দার বলেছেন—

> ''সত্তর ও আশির দশকে বাদল সরকারের নেতৃত্বে তৃতীয় থিয়েটারের যে অন্বেষণ দাপিয়ে বেড়িয়েছে আমাদের প্রচলিত থিয়েটারের ধারণা জুড়ে— নব্বইয়ের দশকেই তা একরকম ফসিলে পরিণত।''[১]

সেই সঙ্গে তিনি এও বলেছেন রাজ্যের বাইরে বাদল সরকারের নাট্যাদর্শের প্রবল প্রভাব দেখা গেলেও নিজের মাটিতে তুলনায় বাদল সরকার প্রায় উপেক্ষিতই থেকে গেছেন। তাহলে কেন এই রাজ্যে বাদল সরকারের থিয়েটার সেই অর্থে সমাদর পেল না? তিনি লিখেছেন,

> ''আমরা আক্ষেপ করছিলাম রবীন্দ্রনাথের পর সবচেয়ে আধুনিক সবচেয়ে সক্ষম নাটককারকে হারাবার জন্য। 'স্পার্টাকুস' 'মিছিল' 'ভোমা' 'সুখপাঠ্য ভারতের ইতিহাস' 'হট্টমালার ওপারে' 'বাসিখবর' 'গণ্ডী'— এই কয়েকটি নাটকের মধ্যেই যতদূর মনে পড়ে বাদলবাবুর নাগরিক 'মেন্টর'রা তাঁর সম্পর্কে আস্থা হারিয়েছিলেন। তাঁর নাটক না দেখেই তাঁকে অস্বীকার বা শ্রদ্ধা জানাবার একটা 'কালচার' গড়ে উঠেছিল— যা তাঁকে একটা সময়ে প্রায় 'সিনিক' করে তুলেছিল।.... তার এই থিয়েটার হল গ্রাম ও শহরের একটি 'সিনথেসিস' গড়ে তোলার প্রয়াস কিন্তু কথাটা কলকাতা শহরেই সবচেয়ে কম গুরুত্ব পেয়েছে।''[২]

অধ্যাপক, নাট্য সমালোচক দর্শন চৌধুরী বাদল সরকারের নাট্যাদর্শ তথা তৃতীয় ধারার থিয়েটার শেষ পর্যন্ত একটি ব্যর্থ নাট্যকর্ম বলে প্রতিপন্ন করেছেন এবং তিনি এর অনেকগুলি কারণ উল্লেখ করেছেন। দর্শন চৌধুরী একজন নাট্যবিষয়ক প্রাজ্ঞ সমালোচক। সুতরাং বাদল সরকার তথা তাঁর

থিয়েটার সম্পর্কে দর্শন চৌধুরীর মূল্যায়নের গুরুত্ব আছে বৈকি। আমরা তাঁর বক্তব্যকে এখানে গভীরভাবে অনুধাবনের চেষ্টা করেছি। তিনি প্রথমেই তিনি উল্লেখ করেছেন, বাদল সরকারের নাট্যভাব ও ভাবনার মধ্যে কোনো স্থিরবদ্ধ ওবিশ্বস্ত রাজনৈতিক মতামত নেই। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন ''কোনো দলীয় সংগঠনের দ্বারা প্রভাবিত না হয়েও, রাজনৈতিক মতবাদ লালন করা যেতেই পারে। কিন্তু এই মতবাদ ও আদর্শবাদ যদি নির্দিষ্ট ও স্থিরবদ্ধ না হয়, তাহলে তা পদে পদে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে।''[৩] এই কারণে বাদল সরকারের নাটক অধিকাংশ দর্শকের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

দ্বিতীয়ত: তিনি বলেছেন, তাঁর অনেক নাটকেরই বিষয় যেন মোটামুটি একই। সেই যুদ্ধ, হত্যা মারণযজ্ঞ এবং অবশ্যম্ভাবী রূপে ইতিহাসে মৃত্যুর বীভৎস মুখচ্ছবি। একই শব্দের পুনরুক্তি সেচ, খাল, চাষ, পাম্পসেট, শ্যালো পাম্প, সার, বীজ বারবার নাটকের মধ্যে ঘুরে ফিরে আসে। বিষয় এবং বলবার ধরন ক্রমে ক্রমে দর্শকদের কাছে একঘেয়ে হয়ে পড়ে।

তৃতীয়ত: তিনি বলেছেন, বাদল সরকারের নাটকে অভিনয়ের সময়ে অভিনেতার অভিনয়গত শরীরী কলাকৌশল এত বেশি প্রয়োগ করা হয় যে, দর্শকের দৃষ্টি সেইদিকেই চলে যায়। নাট্যভাবনার ও নাট্যবিষয়ের সংযোগ হয় না। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের শারীরিক নানা কৌশল, শরীর দিয়ে নানা বস্তুর উপস্থাপনা, মুখের আওয়াজে নানা শব্দ, আবহ সংগীত অনুষঙ্গ তৈরি করার চেষ্টা, সহজেই দর্শককে সেদিকে আকৃষ্ট করে ফেলে। ফলে কি বলছে, তার চেয়ে কেমন কায়দা করে বলছে- দর্শকের কাছে তাই বড়ো হয়ে দেখা দেয়।

দর্শন চৌধুরী আরও বেশ কিছু কারণ উল্লেখ করেছেন। আমরা এখানে তাঁর বক্তব্যের সারবত্তা উল্লেখ করলাম। বাদল সরকারের নাটকের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে দর্শন চৌধুরীর এই অভিমতের সঙ্গে আমরাও কিছুকিছু ক্ষেত্রে সহমত। কিন্তু আর যাইহোক বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটার পুরোপুরি ব্যর্থ এরকম সিদ্ধান্তে আমরা আসতে পারি না। এটা ঠিক যে এরাজ্যে বাদল সরকার সেই অর্থে কোন ব্যাপক প্রভাব ফেলতে পারেননি। এবং পারেননি বলেই তিনি আপাতত দৃষ্টিতে খানিকটা হলেও ব্যর্থ। কিন্তু এগুলিই তার একমাত্র কারণ হতে পারে না। আসল কারণটি অধ্যাপক দর্শন চৌধুরীর একটি বক্তব্যের সূত্র ধরেই আমরা অনুসন্ধান করতে পারি। তিনি লিখেছেন—

> ''প্রসেনিয়াম থিয়েটারের বিকল্প হিসেবে এই থিয়েটারকে দাঁড় করাতে চেয়ে স্বভাবতই যারা প্রসেনিয়ামে অভিনয় করেন, তাদের বিরাগ ভাজন হয়ে, প্রতিস্পর্ধী শত্রুতা সৃষ্টি করেন।''[৪]

এই দিকটি অনেকেই উল্লেখ করেছেন। আমরা তাঁদের বক্তব্য এখানে উদ্ধৃত করতে পারি। অসিত

বসু লিখেছেন, ''...রাজনৈতিক ধান্দানীতির অঙ্গ রূপেই মিডসেভেনটিজ থেকে শুরু হয়েছে এই কাণ্ডটা-বাদলদাকে সরিয়ে রাখ, কোণঠাসা করে রাখ।''[৫]

বাদল সরকারের সহকর্মী তীর্থঙ্কর চন্দ এই একই কারণের কথা উল্লেখ করে লিখেছেন,''আসলে বাদলবাবু প্রতিমুহূর্তে সেই 'চাক্কা ঘুরিয়ে' দেবার সক্ষমতা-র দর্শনকে লালন করেছেন আর অস্বীকার করেছেন প্রশ্নহীন আনুগত্যকে কারণ তিনি জানেন, এই আনুগত্য ওই দর্শনের বিপরীত, ভয়ংকরতম বিপদের সামনে নিয়ে ফেলে এই সব কিছুতেই সমর্থনের চর্চা। অথচ চারদিকে যখন সব কিছুতেই অন্ধ সমর্থনের চর্চায় নানাবিধ 'সুবিধা' লাভের চেষ্টা, তখন বাদলবাবু এর থেকে দূরে থাকলে কুৎসায়, স্বার্থপূর্ণ সমালোচনায় তাঁকে অস্তিত্বহীন করে দেবার পদ্ধতি তো ব্যবহৃত হবেই।''[৬] এক্ষেত্রে বাদল সরকার খানিকটা ষড়যন্ত্রের শিকার বলেই তাঁর অভিমত। প্রায় এই একই কথা বলেছেন সৌমিত্র বসু। তিনি লিখেছেন—

> ''থিয়েটারের এই একটাই রূপ, তার বাইরে আর যা কিছু নাট্যপ্রচেষ্টা, তাদের গায়ে নাট্য নামক অভিধাটি লাগানোই যাবে না,এই মতটার মধ্যে এক ধরনের সুচিন্তিত রাজনৈতিক মতলব আছে বলেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়।''[৭]

সৌমিত্র বসু অবশ্য সেইসঙ্গে যুগের চাহিদার কথাও উল্লেখ করেছেন। এ ব্যাপারে আমরা তাঁর সঙ্গে সহমত না হয়ে পারছি না। বর্তমান টিভি সিরিয়ালের জমানায় এই ধরনের থিয়েটার যে হোঁচট খাবে এটাই স্বাভাবিক। পরিবারের পুরনো কাঠামো এখন ভাঙছে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যেকোনো সামর্থ্য মানুষের কাছ থেকে পরিবার অর্থ উপার্জন দাবি করে। এই ধরনের থিয়েটার থেকে অর্থ উপার্জন যে সম্ভব নয় এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। আরেকটি কারণের কথাও উল্লেখ করেছেন সৌমিত্র বসু। তিনি লিখেছেন—

> ''প্রোসিনিয়মের বৈভব থেকে বেরিয়ে আসতে না চাওয়ার আর একটা বড় কারণ মিডিয়া নামক সোনার হরিণ প্রত্যাখ্যান করল এই থিয়েটারকে, ফলে এর আর কোনো দাম রইল না, একে থিয়েটার বলে স্বীকার করার মানসিকতাই গড়ে উঠলো না আমজনতার মধ্যে।''[৮]

অনেকে মনে করেন বাদল সরকারের নাটক রচনার ধারাকেও এই প্রজন্মের অনেকেই গ্রহণ করেননি। এ প্রসঙ্গে সৌমিত্র বসু মন্তব্য করেছেন—

> ''বাদল সরকারের চমৎকার কমেডির ঐতিহ্য এই সময়ের কোনো লেখক গ্রহণ করেননি। তাঁর এবং ইন্দ্রজিৎ সাররাত্তির ঘরানাও এখন রুদ্ধ, অঙ্গন বা মুক্তমঞ্চের জন্য এখনো বাদল সরকারই প্রধান নাটককার, তাঁর কোন উত্তরসূরী প্রতিষ্ঠিত

হয়েছে বলে জানি না। বরং বলা যেতে পারে পরের দিকের মোহিত চট্টোপাধ্যায় এবং মনোজ মিত্রের পথকেই প্রধানত গ্রহণ করেছেন এই প্রজন্ম।"[৯]

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় একই কথার পুনরুক্তি করে বলেছেন সেই অর্থে বাদল সরকারের নাট্যার্দশকে বাংলা থিয়েটারের পরবর্তী নাট্যকারেরা মূল্য দিল না বরং পেশাদারির লক্ষ্য ও অভিনেতার একক মর্যাদাকে তারা এমনই এক উচ্চ মূল্য দিয়েছেন যে ঘুরপথে ক্রমেই ফিরে এসেছে সেই ''মনোহীন, মতাদর্শহীন বিলিতি রেপার্টরির ঘরানার উপমান-.... যার সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে রয়েছে হরেক রকম পণ্য সাজিয়ে দর্শকদের সবরকম চাহিদার জোগান দেওয়ার ব্যবসায়িক আয়োজনের বাণিজ্যিকতা।"[১০]

অভিনেতা, নাট্যকার, অধ্যাপক শিবব্রত চট্টোপাধ্যায় বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে বাদল সরকারের তৃতীয় ধারার থিয়েটারের ইমপ্যাক্ট কী ? এই প্রসঙ্গে এক ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় আমাদের জানিয়েছেন, বাদল সরকারের তৃতীয় ধারার থিয়েটারে শরীরটাই মুখ্য। সেই শরীরের যে মুভমেন্ট সেটা আয়ত্ত করতে প্রচুর অনুশীলন দরকার, অধ্যবসায় দরকার হয়। আজকের দিনে যারা থিয়েটার চর্চা করছেন তাঁরা মূলত শৌখিন মজদুর। তাদের পক্ষে বাদলবাবুর ওই প্রকরণ গ্রহণ করা মানে, বেশিরভাগের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কেননা ওই ধরনের অনুশীলন, ওই ধরনের অধ্যাবসায় এখনকার দিনের থিয়েটার কর্মীরা সাধারণভাবে দিতে প্রস্তুত নয়। এখন অনেক বেশি টেকনোলজির উপর নির্ভরশীল, আর টেকনোলজির উপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠার ফলে ব্যবসায়িক ব্যাপারটা অনিবার্যভাবে এসে যায় এবং এই কারণেই বাদল সরকারের তৃতীয় ধারার থিয়েটার খানিকটা হলেও বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। এটা তো ঠিক যে এ সময়ের তরুণ প্রজন্মের নাট্য ব্যক্তিত্বের মধ্যে যাঁদেরকে আমরা জানি তাঁরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রসেনিয়াম থিয়েটারকেই বেছে নিয়েছেন। যেমন ব্রাত্য বসু, কৌশিক সেন, গৌতম হালদার, সুমন মুখোপাধ্যায়, মনীষ মিত্র, দেবেশ চট্টোপাধ্যায়ের মতো তরুণ নাট্যকাররা প্রসেনিয়াম থিয়েটারেই অভ্যস্ত।

কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হলো সত্যিই কী আজকের দিনে বাদল সরকারের থিয়েটার অপ্রাসঙ্গিক ? বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটারের উন্মাদনা কিছু সময়ের জন্য ভাঁটা পড়লেও তাতে প্রমাণ হয় না যে বাদল সরকারের নাট্যদর্শন তার প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলেছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় চল্লিশের দশকের গণনাট্যের উন্মাদনা পঞ্চাশের দশকে গিয়ে বিস্মৃত হয়ে যায়। কিংবা শম্ভু মিত্রের পঞ্চাশের দশকের নবনাট্যের ধারণা পরের দশকে গিয়ে থিতিয়ে যায়। কিন্তু তাতে একটি দর্শন ব্যর্থ হয়ে যায় না। বেশ কিছু নাট্যদল আজও থার্ড থিয়েটার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। অঙ্গন মঞ্চ এবং মুক্তমঞ্চে নিয়মিতভাবে তাদের নাট্যাভিনয় চালিয়ে যাচ্ছে। তার পরিসংখ্যান আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে তুলে

ধরেছি। আমরা এই বিষয়ে কথা বলেছি নাট্যব্যক্তিত্ব দেবাশিস চক্রবর্তীর সঙ্গে। যিনি বর্তমানে 'বাদল সরকার নাট্যচর্চা কেন্দ্র'-র ফাউন্ডার মেম্বার। এই কেন্দ্র তৃতীয় ধারার থিয়েটারের সঙ্গে সাধারণ মানুষের একটা সংযোগের কাজ করে চলছেন। তাঁর কাছেও আমরা জানতে চেয়েছি বর্তমান সময় দাঁড়িয়ে বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটারের প্রাসঙ্গিকতা কী? বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটার ব্যর্থ না সফল? আজকের দিনও কী তাঁর থিয়েটার গ্রহণযোগ্য? এর উত্তরে আমাদের তিনি জানিয়েছেন, বাদল সরকারের তৃতীয় ধারার থিয়েটার এখনো প্রাসঙ্গিক। শহর এবং শহরের বাইরে থার্ড থিয়েটার আন্দোলন এখনো চলছে। যাঁরা জানেন, তাঁরা জানেন। যারা জানেন না, যেহেতু এই সব কিছুর জানার মূলে হচ্ছে সংবাদ মাধ্যম। যেহেতু তাঁরা সংবাদমাধ্যমে নেই, ফলে সেই অর্থে তাঁদের প্রচার হয় না। তিনি আমাদের জানিয়েছেন, যদি হিসেব করা যায়, এখন যে নাট্যদলগুলো আছে-আয়না, পথসেনা, শতাব্দী তাদের কোনো শনি, রবিবার আগামি প্রায় ফেব্রুয়ারির শেষ অবধি খালি নেই। সব আমন্ত্রিত না হলে স্ব-উদ্যোগে অভিনয় নিয়ে প্যাক্ট হয়ে আছে। তাছাড়া উইক-ডে-তে প্রচুর শো হচ্ছে। এছাড়া আয়না প্রতি বছরই দু'বার বা তিনবার একদিনের কিছু পরিক্রমা, মানে একটা গ্রামে গেল, সকালে গিয়ে একটা শো করল, সেখান থেকে আরেকটা গ্রামে চলে গেল, দুপুরে একটা শো করল, সন্ধ্যায় একটা শো করল, রাতের বেলা ট্রেন ধরে ফিরে এলো— এরকম ভাবে কাছাকাছি জায়গায়, দূরে বলতে শান্তিনিকেতন বোলপুরে— এই কাজগুলো চলছে। আর দর্শক সংখ্যা মানে কিছু না হলেও সবচেয়ে কম দর্শক সংখ্যা হয় পাঁচশ জন। একটা হলে যা সাধারণত পাওয়া যায় না। এখন সেই নিরিখে এটা যদি সবাই জানতেন বা প্রচার মাধ্যমে আসত তখন তারা বিচার করতে পারতেন যে তৃতীয় ধারার থিয়েটার আছে কি নেই। অর্থাৎ থার্ড থিয়েটার আন্দোলনের যে মাত্রা গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে দেওয়ার ব্রত ছিল তা হয়তো খানিকটা কমেছে কিন্তু বিলুপ্ত হয়নি। শুধু থার্ড থিয়েটারের দলই নয়, এর বাইরেও অনেকেই এখন সেই পথে হাঁটছেন। যেমন সৌমিত্র বসু তাঁর নতুন নাট্যদল 'অন্তর্মুখ' নিয়ে গত কয়েক বছরে কিছু নাট্য প্রযোজনা করেছেন মূলত মুক্তমঞ্চে অভিনয়ের জন্য। ইতিমধ্যে সেইসব প্রযোজনা তিনি কিছু অঙ্গন মঞ্চ নাট্যোৎসব এবং বহু স্কুল-কলেজে অভিনয় করেছেন। সুতরাং বর্তমান সময় দাঁড়িয়েও বাদল সরকারের থিয়েটারের দর্শন ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক। বরং বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে বাধামঞ্চ তথা প্রসেনিয়াম মঞ্চের থিয়েটারের জনপ্রিয়তা একেবারে তলানিতে। বিশেষ করে কোভিড পরবর্তীকালে প্রসেনিয়াম থিয়েটারের ভবিষ্যৎ প্রায় অন্ধকারের মুখে। বর্তমান প্রসেনিয়াম থিয়েটারের যা অবস্থা তাতে আগামী দিনে এই ধরনের থিয়েটার কতটা টিকে থাকবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে। সেক্ষেত্রে বাদল সরকারের অঙ্গন-মুক্তমঞ্চের থিয়েটারই যে আরো বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ

প্রসঙ্গে আমরা বিশিষ্ট নাট্য সমালোচক কাবেরী বসুর সঙ্গে সহমত পোষণ করে বলতে পারি—

> ‘‘.. বাংলা থিয়েটারে তিনি একমাত্র তাত্ত্বিক প্রয়োগবিদ— একমাত্র তিনিই নিজের থিয়েটারি দর্শনের প্রতিপাদ্যে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন তাঁর নাটককে, তাঁর থিয়েটারকে— তাঁর সময়ের জটিল সংকেতের অর্থবিচারে— চালু কাঠামোর সংস্কারে নয়, অন্যগমনে।.... তাঁর তীর্থযাত্রা-র পদচিহ্নকে স্বীকার করা ছাড়া থিয়েটার-কর্মীর গত্যন্তর নেই।’’[১১]

একটা সময় নানা বিতর্ক হয়েছিল বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটার নিয়ে। তাঁর প্রসেনিয়াম থিয়েটারের বিকল্প থার্ড থিয়েটার নিয়ে এ রাজ্যের অনেকেই ব্যঙ্গ বিদ্রুপও করেছেন। এমনকি তিনি নাকি ‘ভুলরাস্তা’ বেছে নিয়েছেন এমন সিদ্ধান্তেও অনেকে উপনীত হয়েছেন। কিন্তু ঠিক, ভুলের মানদণ্ড কী? কোনটা ঠিক? তাঁর থার্ড থিয়েটার? না প্রথাগত প্রসেনিয়াম থিয়েটার? এই প্রশ্ন তোলা আমাদের মনে হয় অবান্তর। মোহিত চট্টোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন—

> ‘‘- আমি নিজে মনে করি যে থিয়েটার নানাভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে— নানাভাবে। এখানে, ঠিক-বেঠিকের প্রশ্নটা তোলা ঠিক হবে না। শ্রেষ্ঠ কি শ্রেষ্ঠ নয় এই প্রশ্ন তোলাও ঠিক হবে না। অর্থাৎ প্রোসিনিয়ম ঠিক না বাদলদা যে পন্থা নিয়েছেন থিয়েটারের, সেটা ঠিক এ-প্রশ্ন তোলা ঠিক হবে না। আমার মনে হয় এটা একটা থিয়েটারের প্রকাশভঙ্গি, ওটা আর একটা প্রকাশভঙ্গি।’’[১২]

দেবাশিস চক্রবর্তী লিখেছেন, ‘‘নাটককারদের নাটককার ছিলেন তিনি। এককভাবে তিনি ছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান। আপসহীন এই নাটককার পরিচালক, অভিনেতা, এক বিকল্প নাট্যধারার জনক এই মানুষটি ছিলেন প্রতিষ্ঠানবিরোধী এক বিতর্কিত নাট্যজন। বাধা এসেছে বহু। সব বাধাকে অবজ্ঞা করে তিনি এগিয়ে গেছেন তাঁর অঙ্গন মঞ্চ, মাঠ মঞ্চকে সঙ্গে নিয়ে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।’’[১৩] এটা ঠিক যে জীবৎকালে তিনি অন্ততঃ এ বঙ্গের নাট্যজনের থেকে স্বীকৃতি আদায় করতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে সেই সম্মান ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা শুরু হয়েছে। ধীরে ধীরে প্রত্যেকেই তাঁর থিয়েটারের গভীরতায় পৌঁছানোর চেষ্টা করছেন। এই থিয়েটার যে একমাত্রিক নয় বহুমাত্রিক এটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। নানা দেশে নানাভাবে এর প্রয়োগ চলছে। প্রতিটি কাজই নিজের জায়গায় অনন্য। আমাদের বিশ্বাস আগামী দিনের মানুষের মুক্তির থিয়েটার বাঁচিয়ে রাখতে গেলে, প্রতিবাদের থিয়েটার করতে হলে, বাদল সরকারের কাছে ফিরে আসতেই হবে। প্রবীর গুহ লিখেছেন—

> ‘‘মঞ্চ-থিয়েটারে তো এখন তৃতীয় থিয়েটারের আঙ্গিকের দাপাদাপি। সে তো

সুলক্ষণ। সব ধরনের থিয়েটারই এখন বাদল সরকারের গুরুত্ব বুঝতে আরম্ভ করেছে।"[১৪]

আসলে বাদল সরকারের থিয়েটারের আসল জোর দর্শক অভিনেতার ঘনিষ্ঠ সংযোগে। তথাকথিত থিয়েটারের বাজারবাদের ভিত নাড়িয়ে দিতে পারে তাঁর থিয়েটার। তাই আগামী দিনে তাঁর থিয়েটারের গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে ছাড়া কমবে না। নাট্যকার অসিত বসু নিজে প্রসেনিয়াম থিয়েটার করলেও একসময় স্বীকার করে নিয়েছেন, আগামী দিনে বাদল সরকারের দেখানো পথ ছাড়া কোন উপায় নেই। তাই তিনি লিখেছেন—

> ".. এখন হলের যে ভাড়া, টেকনিকাল কস্ট, রিহারসাল কস্ট, প্রোসিনিয়মে করব কেন? এই পুরো যে-খরচটা বহন করতে হয়, সেটা টেনে চলা খুবই শক্ত— আর যদি যথার্থই আদর্শগত পোলিটিকাল থিয়েটার করতে হয় যদি মনে করি, আমার কিছু বক্তব্য বলতে চাই, তাহলে একমাত্র পথ ওই বাদলদার থিয়েটার, অন্য কোনো রাস্তা নেই।"[১৫]

আশা জাগে বাদল সরকারের নাট্যাদর্শন হারিয়ে যাবে না। তিনি যে থিয়েটার বেছে নিয়েছেন তার মধ্যে রয়েছে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংযোগ রচনার আন্তরিক চাহিদা। সেই চাহিদায় তাঁকে টেনে নিয়ে গেছে মঞ্চের বাইরে মুক্তমঞ্চে, নাগরিক পরিবেশ থেকে গ্রামে, শহরের শৌখিন নাট্যরসিকদের চৌহদ্দি থেকে গ্রামের অনভ্যস্ত নব্য দর্শকদের কাছে। বাদল সরকার বিশ্বাস করেন নাটকে বিষয়ই গুরুত্বপূর্ণ সংরূপের কথা আসে পরে। কোন রাজনৈতিক বা সামাজিক বার্তার বাহন না হলে থিয়েটার অবান্তর, এই বিশ্বাসে তিনি আজীবন বিশ্বাসী ছিলেন। আর তার জন্য শিল্পের যাবতীয় শৈল্পিক প্রথাকে অস্বীকার করতেও তিনি এতটুকু দ্বিধা করেননি। তাতে নাগরিক শিল্পবিলাসীর যতই অস্বস্তি হোক না কেন, বাদল সরকার সেসবে গুরুত্ব দেননি। তিনি খুঁজে নিতে চেয়েছেন তাঁর নিজের দর্শকসমাজকে। এখানেই বাদল সরকার সমকাল এবং পরবর্তীকালীন নাট্যকারদের থেকে পৃথক। তাই আপাততভাবে মনে হতে পারে বাদল সরকারের নাট্যাদর্শ ব্যর্থ। কিন্তু তিনি যেভাবে এক নির্দিষ্ট মতাদর্শগত লক্ষ অনুসরণ ও তার সঙ্গে শিল্পকে একাত্ম করে নেবার ঘনিষ্ঠ সাধনায় বিফলতার ঝুঁকি নিয়েছেন, 'এমন বিফলতা আসলে আশ্চর্য কীর্তি।'[১৬] এই গবেষণা অভিসন্দর্ভে, শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি সুধন্ব দেশপাণ্ডে-এর একটি মূল্যবান বক্তব্য দিয়ে—

> "বাদল সরকারের থিয়েটার মননগত দিক থেকে বা নন্দনতত্ত্বের দিক থেকে কখনই বন্ধ্যাত্বে নিমজ্জিত হয়নি। আপনি বাদলবাবুর মত মানতে পারেন, নাও মানতে পারেন, কিন্তু আপনি তাঁর থিয়েটারকে খারিজ করতে পারবেন না।"[১৭]

বাদল সরকার সেই বিশ্বাসের উপর ভর করে গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে উচ্চারণ করে বলেছেন—

> ‘‘—তাই গভীর প্রত্যয় রাখি— সদর্থক যদি কিছু করি, দেশ-সমাজ-মানুষের সম্পর্কে যদি দায়িত্ববোধ না হারাই,যদি নাট্যমাধ্যমকে ভালবেসে থাকি— তবে এই আন্দোলন, এই প্রচেষ্টা এই মুক্ত থিয়েটার Third Theatre কোন দিন তার প্রাসঙ্গিকতা হারাবে না। বরং আরও ব্যাপকভাবে সমাদৃত হবে।’’[১৮]

আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বাদল সরকারের এই প্রত্যয় যে ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক তা আমরা বিশ্বাস করি। বাদল সরকারের থিয়েটার প্রাসঙ্গিকতা কোনদিনই হারায়নি এবং ভবিষ্যতেও হারাবে না।

তথ্য সূত্র:

১. মুখোপাধ্যায়,কুন্তল ও সাহা, সুশীল: অনুষ্টুপ, নাট্যবিষয়ক সংখ্যা, চতুস্ত্রিংশ বর্ষ, ২য় ও ৩য় সংখ্যা,২০০, শেখর সমাদ্দারের ‘এই সময়ের থিয়েটারে নবীনের অভিব্যক্তি’শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত,পৃ. ৬৭

২. ভাদুড়ি, সত্য : বাদল সরকারস্মারক সংখ্যা, শেখর সমাদ্দারের ‘বাদল সরকার ও তাঁর থিয়েটার: কোনো এক বিপন্ন বিস্ময়’ শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতপশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, ১৬, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২সেপ্টেম্বর ২০১৪,পৃ. ২১৯

৩. চৌধুরী, দর্শন : নাট্য ব্যক্তিত্ব বাদল সরকার, একুশ শতক,১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কল-০৭৩,দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১০,পৃ-২০৭

৪. তদেব : পৃ. ২০৮

৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : বাদল সরকার: এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার, থীমা, ২০১৭, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কলকাতা ০২৬, পৃ. ২১১

৬. ভাদুড়ি, সত্য : বাদল সরকারস্মারক সংখ্যা, তীর্থঙ্কর চন্দ-এর ‘এ আঁধার যে পূর্ণ তোমায়’ শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতপশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, ১৬, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২ সেপ্টেম্বর ২০১৪,পৃ. ৫৭

৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : বাদল সরকার: এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার, থীমা, ২০১৭, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৬, পৃ. ২৫৬

৮. তদেব : পৃ. ২৬১

৯. মুখোপাধ্যায়, কুন্তল ও সাহা, সুশীল: অনুষ্টুপ, নাট্যবিষয়ক সংখ্যা, চতুস্ত্রিংশ বর্ষ, ২য় ও ৩য় সংখ্যা,২০০, সৌমিত্র বসুর 'বাংলা নাটকের সাহিত্য মূল্য: '৬৩-৯৯' ' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত, পৃ. ৬০

১০. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : বাদল সরকার: এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার, থীমা, ২০১৭, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কলকাতা ০২৬, পৃ. ২১৪

১১. ভাদুড়ি, সত্য : বাদল সরকারস্মারক সংখ্যা, কাবেরী বসুর 'নাটককার বাদল সরকার 'এবং ইন্দ্রজিৎ' থেকে 'ভোমা' ' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতপশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, ১৬, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২সেপ্টেম্বর ২০১৪,পৃ. ১৯৫

১২. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : বাদল সরকার: এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার, থীমা, ২০১৭, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কলকাতা ০২৬, পৃ. ১৮৯

১৩. ভাদুড়ি, সত্য : বাদল সরকার স্মারক সংখ্যা, দেবাশিস চক্রবর্তীর 'প্রসঙ্গ বাদল সরকার' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতপশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, ১৬, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২সেপ্টেম্বর ২০১৪,পৃ. ১২৪

১৪. তদেব : প্রবীর গুহ-র 'বাদল ধারায়' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে, পৃ. ১১০

১৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : বাদল সরকার: এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার, থীমা, ২০১৭, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কলকাতা ০২৬, পৃ. ২১২

১৬. তদেব : পৃ.২৩২

১৭. তদেব : পৃ. ২৩৮

১৮. মুখোপাধ্যায়,কুন্তল ও সাহা, সুশীল: অনুষ্টুপ, নাট্যবিষয়ক সংখ্যা, চতুস্ত্রিংশ বর্ষ, ২য় ও ৩য় সংখ্যা,২০০, ‘বিষয়নাট্য সৃজন: নির্মাতার মুখোমুখি’ শিরোনাম দিয়ে বাদল সরকারের সাক্ষাৎকারের ভাষ্যটি প্রকাশিত হয়। এখানে প্রকাশিত বাদল সরকারের মন্তব্যটি উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, পৃ. ২২৪